

মন্দার বাসনি

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্খরে নাম মন্দার পর্বত (ভারতীয় সনাতন বজ্জিঞানে শাস্ত্রগত নাম)। মরুদণ্ড ও মস্তষ্কির মধ্যবর্তী শ্বতে ও শীতল প্রদশেই হলো হিমালয়। ব্রহ্ম নাড়ীর একাংশ মস্তষ্কিস্থতি শবি পণ্ডিত হতে মূলাধর পর্যন্ত ব্যাপ্ত (এগুলি কবেল জানবার জন্য বনি গুরু বা আচার্য ছাড়া কেও প্রযাকটসি করতে যাবনে না, জীবন নিয়ে খেলবনে না)। অন্য অংশ কে শক্তি নাড়ী নামে অভিহিত করা হয়। এই উভয় নাড়ী বৃহৎ মস্তষ্কির উপরে অবস্থতি। মন্দার পর্বত এত শক্তিশালী উপাদানে প্রস্তুত যে দবোসুরের টানাটানতিও এই পর্বতের কোন ক্ষতি হয় না। ব্রহ্ম নাড়ী হল সমুদ্র মন্থনের রশি (দড়ি) অনন্ত নাগ। উর্ধ্ব মস্তষ্কি স্থতি শক্তি নাড়ী হল মন্দার পর্বতের চূড়া। সাধক মস্তষ্কিস্থতি শক্তি নাড়ীর সন্ধান পলে তার জীবন শক্তি তত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অমোঘ শক্তির অধিকারী হন এবং তিনি হয় রাজযোগী অথবা রাজগুরু অথবা রাজাধিরাজ চক্রবর্তী সম্রাট তার সংস্পর্শে দেশে, জাতী, সমাজ জীবন থেকে দুর্বল ও অসুরবাদরে ধ্বংস হয় এবং ব্যাক্তগিত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

